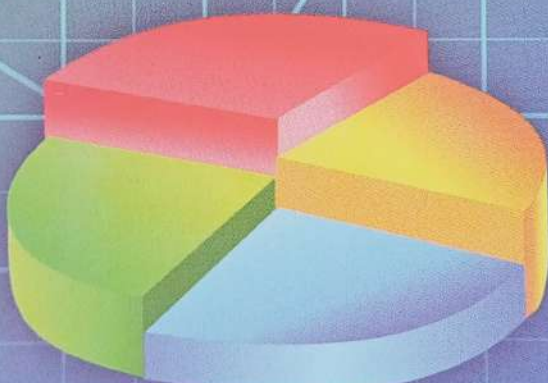




Commission for Scientific and Technical Terminology
Ministry of Human Resources Development
Department of Higher Education

মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিশিষ্টিক্রান্তে প্রয়োগ



সম্পাদনা
মল্লিকা ব্যানার্জী



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্বে

চতুর্থ অধ্যায়

নমুনায়ন (Sampling)

ডঃ বীথি আহিরী

নমুনায়নের সংজ্ঞা (Sampling Definition) :

নমুনায়ন হল একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, সেখানে বৃহৎ জনসমষ্টি বা সমগ্রক (population) থেকে কতগুলি উপাদানকে বা সদস্যকে নির্বাচিত করে নমুনাদল (sample) গঠন করা হয়। প্রতিনিধিত্বকারী এই নমুনাদলের ওপর গবেষণা কার্য সম্পাদন করে, প্রাপ্ত ফলাফলের সামান্যীকরণ (gereralisation) করা হয়। অর্থাৎ, গবেষণা দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য সমগ্র জনসমষ্টির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুধাবন করতে ও পরিসংখ্যানগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

আচরণমূলক বিজ্ঞানে বিশেষত বিপণন গবেষণায় (market research) নমুনায়নের বিপুল প্রচলন রয়েছে। নমুনায়ন পদ্ধতিটি অনুসরণ করলে কখনোই বৃহৎ জনসমষ্টির প্রতিটি উপাদান, একক বা সদস্যর থেকে উপাত্ত সংগ্রহের প্রয়োজন হয় না। এটি একটি অর্থ ও সময় সাশ্রয়কারী প্রক্রিয়া বিশেষ। ফলে, গবেষণা পরিকল্পনার (research design) মৌলিক স্তর রূপে নমুনায়ন অত্যন্ত কার্যকরী একটি প্রক্রিয়া। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ঔষধ প্রস্তুতকারক নির্দিষ্ট কোনো ঔষধের ক্ষতিকারক প্রভাব গবেষণা দ্বারা অনুসন্ধান করতে চান, তাহলে তিনি কখনোই দেশের সকল জনসাধারণের থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন না। এমন পরিস্থিতিতে, গবেষক বৃহৎ জনসমষ্টি থেকে প্রতিনিধিত্বকারী অংশকে নির্বাচন করবেন, নির্বাচিত নমুনাদল থেকে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করবেন, সংগৃহীত উপাত্তের যথাযথ ফলাফল বিশ্লেষণের দ্বারা আচরণের ওপর নির্ধারিত ঔষধের প্রভাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

নমুনায়নের শ্রেণিবিভাগ : নমুনায়নের পদ্ধতি (Types of Sampling : sampling Methods) :

গবেষণা কার্যে মূলত দুটি পদ্ধতিতে নমুনাদল নির্বাচন করা হয়। এই দুই পদ্ধতি হল, যথা—

১. সম্ভবনা-নীতি অনুসারে নমুনায়ন (Probability Sampling) : এই পদ্ধতিতে জনসমষ্টি থেকে দৈবচয়ন (randomization) পদ্ধতি অনুসরণ